RAMAKRISHNA MISSION VIDYAMANDIRA

(Residential Autonomous College under University of Calcutta)

THIRD YEAR

B.A./B.SC. SIXTH SEMESTER (January – June) 2013

Mid-Semester Examination, March 2013

Date : 05/03/2013

Time : 12 noon – 2 pm

BENGALI (Honours)

Paper - VII

Full Marks : 50

১। বিজন ভট্টাচার্য-র নাটকে গ্রামীণ জীবনের ছবি কীভাবে প্রকাশ পেয়েছে আলোচনা কর। (১০)

অথবা

স্বাধীনতা-পূর্ব সময় থেকে স্বাধীনতা পরবর্তীকালের বিভিন্ন আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে জন্ম হয়েছে দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-এর একাধিক নাটকের। প্রসঙ্গটি আলোচনা কর। (১০)

২। 'নবান্ন' নাটকটিকে গণনাট্য আন্দোলনের ফসল বলা যায় কী? —ব্যাখ্যা কর। (১০)

অথবা

যে সময়ের প্রেক্ষাপটে 'নবান্ন' নাটকটি লেখা হয়েছিল সেই সময়ের পরিচয় দাও। (১০)

৩। 'ইন্দির ঠাক্‌রুণের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিন্দিপুর গ্রামের সেকালের অবসান হইয়া গেল'—'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের 'বল্লালী বালাই' অংশের সমাপ্তিতে কথাকারের এই উক্তি কতখানি তাৎপর্যবাহী সে সম্পর্কে তোমার বক্তব্য উপস্থাপন কর। (১০)

অথবা

মা ও দিদিকে ছেড়ে অপু-র বাবার সঙ্গে কয়েকদিনের ভ্রমণাভিজ্ঞতা 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের ষোড়শ পরিচ্ছেদ অবলম্বনে বিশ্লেষণ করে দেখাও। (১০)

৪। 'আদাব' গল্পের শিল্পরূপের মধ্যে কথাশিল্পীর আঙ্গিক সচেতনতার কোন পরিচয় পাও? — আলোচনা কর। (১০)

অথবা

"আমার বার বার মনে হচ্ছিল পেঁপে চারাটাই মদনকে আমাদের বাড়ি থেকে চুরি করে নিয়ে গেছে। কেবল মদনকে না, আমাকেও, ... " — এই 'চুরি'-র কোন মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা 'চোর' গল্পে তুমি পাও কী? — বিশ্লেষণ কর। (১০)

৫। প্রুফ সংশোধন কর ঃ (১০)

নাম — .....

কলেজ রোল — ..... বর্ষ — ..... বিষয় — .....

5. Proof correction

নিম্নলিখিত অংশটির প্রুফ সংশোধন কর। এই অংশে ১০টি সংশোধন রয়েছে, প্রতিটির জন্য এক নম্বর করে বরাদ্দ। মান - ১০

Main Copy

ভালো আইনকে কীভাবে বাজেভাবে ব্যবহার করতে হয় আমাদের চারপাশে তার হাজারো উদাহরণ ছড়িয়ে রয়েছে। আমাদের দেশ এমন একটা জায়গা যেখানে ভালো জিনিসের ভালো ব্যবহার হোক বা না হোক তার অপব্যবহারের নিদর্শন থাকবেই। দীর্ঘ ছয় দশকের অপেক্ষার পর অবশেষে আমাদের দেশের আইন প্রণয়ণকারীরা আমাদের হাতে তথ্য জানার অধিকার তুলে দিতে পেরেছেন। গণতন্ত্রের অন্যতম রক্ষাকবচ এই তথ্যের অধিকার আইন।

এই আইনের বলে এতদিন যে সব সরকারি তথ্য সরকারি মহাফেজখানাতেই গোপনে রয়ে যেত সেই তথ্য জানার নাগাল পেল সাধারণ নাগরিক। অন্যদিকে শুরু হল ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য সরকারি তথ্য জেনে নিয়ে তাকে ভিন্ন পথে ব্যবহারের দৃষ্টান্ত। এবং এই অপব্যবহার এমন মাত্রায় বৃদ্ধি পেতে শুরু করল যে এখন আইন প্রণয়কারী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ সকলেই ভাবতে শুরু করেছে এই আইনের ক্ষমতা খানিকটা সঙ্কুচিত করা প্রয়োজন। এখন পরিস্থিতি এমন মাত্রায় গিয়ে পৌঁছেছে যে, হয় এই আইনের সঙ্কোচন ঘটাতে হবে নাহলে আইনের এই অপব্যবহারকেই মেনে নিতে হবে।

বর্তমানে নাগরিকদের হাতে তথ্যের অধিকার খুবই শক্তিশালী একটা অস্ত্র — নাগরিক রয়েছে এখানে গ্রহীতার ভূমিকায় — নাগরিক এখানে তার সব অজানা প্রশ্নের উত্তর জানার অধিকার পেয়েছেন। কিন্তু এইভাবে যে কোনও ক্ষেত্রের যে কোনও তথ্য যে কেউ যেভাবে হস্তগত করে নিচ্ছেন তাও আবার নামমাত্র খরচে — এতে যেন এই আইনের পক্ষে লড়াই চালানো সমাজকর্মীদের অপঘাতে মৃত্যুর সামিল। এখনকার সন্দেহজনক পরিস্থিতিতে এমন ঘটনা ঘটাই অবশ্যম্ভাবি ছিল। কিন্তু আইন প্রণয়নের সময়ে কেউ হয়ত কল্পনাও করতে পারেননি এটা ব্যক্তিগত কাজে লাগিয়ে ও অপব্যবহার করে আইনের মর্যাদা এভাবে ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়া হবে। বর্তমানে এই আইনের অপব্যবহার ভীষণ পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০০৯ সালে কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনার লক্ষ্য করে দেখেন তথ্যের অধিকার আইনের আওতায় বিপুল সংখ্যক আবেদন জমা পড়েছে যা ব্যক্তিগত স্বার্থ রক্ষার কাজে ব্যবহার করা হবে। তাছাড়া রয়েছে এই বিপুল তথ্য যোগানোর জন্য পরিকাঠামো না থাকায় কাজের ক্ষেত্রে অসুবিধা ও তথ্য দেওয়ার ব্যয়ভার।

Proof Copy

ভালো আইনকে কীভাবে বাজেভাবে ব্যবহার করতে হয় আমাদের চারপাশে তার হাজারো উদাহরণ ছড়িয়ে রয়েছে। আমাদের দেশ এমন একটা জায়গা যেখানে ভালো জিনিসের ভালো ব্যবহার হোক বা না হোক না তার অপব্যবহারের নিদর্শন থাকবেই। দীর্ঘ ছয় দশকের অপেক্ষার পর অবশেষে আমাদের দেশের আইন প্রণয়ণকারীরা আমাদের হাতে তথ্য জানার অধিকার তুলে দিতে পেরেছেন। গণতন্ত্রের অন্যতম রক্ষাকবচ এই তথ্যের অধিকার আইন। এই আইনের বলে এতদিন যে সব সরকারি তথ্য সরকারি মহাফেজখানাতেই গোপনে রয়ে যেত সেই তথ্য জানার নাগাল পেল সাধারণ নাগরিক। অন্যদিকে শুরু হল ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য সরকারি তথ্য জেনে নিয়ে তাকে ভিন্ন পথে ব্যবহারের দৃষ্টান্ত। এই এবং অপব্যবহার এমন মাত্রায় বৃদ্ধি পেতে শুরু করল যে এখন আইন প্রণয়কারী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ সকলেই ভাবতে শুরু করেছে এই আইনের ক্ষমতা খানিকটা সঙ্কুচিত করা প্রয়োজন। এখন পরিস্থিতি এমনমাত্রায় গিয়ে পৌঁছেছে যে, হয় এই আইনের সঙ্কোচন ঘটাতে হবে না হলে আইনের এই অপব্যবহারকেই মেনে নিতে হবে।

বর্তমানে নাগরিকদের হাতে তথ্যের অধিকার খুবই শক্তিশালী একটা অস্ত্র — নাগরিক রয়েছে এখানে গ্রহীতার ভূমিকায় — নাগরিক এখানে তার সব অজানা প্রশ্নের উত্তর জানার অধিকার পেয়েছেন। কিন্তু এইভাবে যে কোনও ক্ষেত্রের যে কোনও তথ্য যে কেউ যেভাবে হস্তগত করে নিচ্ছেন তাও আবার নামমাত্র খরচে এতে যেন এই আইনের পক্ষে লড়াই চালানো সমাজকর্মীদের অপঘাতে মৃত্যুর সামিল।

এখনকার সন্দেহজনক পরিস্থিতিতে এমন ঘটনা ঘটাই অবশ্যম্ভাবি ছিল। কিন্তু আইন প্রণয়নের সময়ে কেউ হয়ত কল্পনাও করতে পারেননি এটা ব্যক্তিগত কাজে লাগিয়ে ও অপব্যবহার করে আইনের মর্যাদা এভাবে ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়া হবে। বর্তমানে এই আইনের অপব্যবহার ভীষণ পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০০৯ সালে কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনার লক্ষ্য করে দেখেন তথ্যের অধিকার আইনের আওতায় বিপুল সংখ্যক আবেদন জমা পড়েছে যা ব্যক্তিগত স্বার্থ রক্ষার কাজে ব্যবহার করা হবে। তাছাড়া আরও রয়েছে এই বিপুল তথ্য যোগানোর জন্য পরিকাঠামো না থাকায় কাজের ক্ষেত্রে অসুবিধা ও তথ্য দেওয়ার ব্যয়ভার।